যুগান্তর

তারিখ ... 09 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বোর্ডের ভুলে অকৃতকার্য

এ ধরনের উদাসীনতা মোটেও কাম্য নয়

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভুল অথবা গাফিলতির কারণে পাস নম্বর পেয়েও অকৃতকার্য ঘোষিত হয়েছে চার হাজার শিক্ষার্থী। বিশৃংখলা ও উদাসীনতার এ এক বড় উদাহরণ। কী কাণ্ড, বোর্ডের টেব্যুলেশন নীতিমালায় বলা হয়েছে এক কথা, একই বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকায় আরেক! টেব্যুলেশন নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো বিষয়ে পাস করতে হলে বিষয়টির দুই পত্রের সৃজনশীল অংশে ৪০ নম্বরের মধ্যে মোট ২৫ পেতে হবে। অন্যদিকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকায় উল্লেখ আছে, পাস করার জন্য দুই পত্রে ২৪ পেলেই চলবে। এই অসঙ্গতির ফাঁদে পড়েছে ৪ হাজার শিক্ষার্থী। ২৪ পেয়েও তারা অকৃতকার্যদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরীক্ষকরা বলছেন, বোর্ডের পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে তার কোথাও লেখা নেই, পাস করার জন্য কোনো বিষয়ের দুই পত্রের সৃজনশীল অংশে অন্তত ২৫ পেতে হবে; এমনকি মৌখিকভাবেও এ ধরনের কোনো নির্দেশনা পাননি তারা।

সুতরাং প্রশ্ন উঠতেই পারে, যারা ২৪ পেল, তাদের অকৃতকার্য ঘোষণা করা হল কেন? এমন অকৃতকার্যদের সংখ্যা যেহেতু ৪ হাজার, তাই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। আমাদের কথা হল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ টেব্যুলেশন নীতিমালা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকা—এ দুয়ের মধ্যে যে অসঙ্গতি, তা আগে খেয়াল করেনি কেন? এটা তো লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়। পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত টেব্যুলেশনের সময় পাল্টে যাবে, এ তো হতে পারে না। পাস করার জন্য দুই ক্ষেত্রেই যদি ২৫ নম্বরের কথা বলা হতো, তাহলে আপত্তির কিছু ছিল না। ভুল যেহেতু একটা হয়েই গেছে, সেই ভুলের সংশোধন জরুরি। আমরা মনে করি, টেব্যুলেশনের নিয়ম অনুযায়ী ১ নম্বরের জন্য যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। নিয়মমাফিক অকৃতকার্যতা তাদের ছাত্রছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় যা হতো, অনিয়মের অকৃতকার্যতা তাদের অনেক বেশি বিপর্যস্ত করে তুলছে— এ দিকটি উপলব্ধি করা দরকার।

আমরা আগেও দেখেছি শিক্ষা বোর্ডগুলোর অনিয়ম, অবহেলা, উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে ছাত্রছাত্রীরা নানারকম অবিচার ও হয়রানির শিকার হয়েছে। শিক্ষা বোর্ড একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা; সুতরাং এর প্রতিটি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত। ব্যাঙের প্রতি ঢিল মারার খেলা খেললে চলবে না এখানে। কারণ এই ঢিল ছাত্রছাত্রীদের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্কিত।